REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ⁄১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ⁄০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞাপন দাতাগণের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ⁄০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৫ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১লা মাঘ বুধবার ১৩২৫ ইংরাজী 15th January 1919. | ৩০শ সংখ্যা

কেশরঞ্জন তৈল

মনে রাখিবেন—কেশরঞ্জন আপনারই জন্য!

(১) যদি আপনি আপনার দৈনিক নির্দিষ্ট কার্য্যে মনঃসংযোগ করিতে না পারেন, তাহা হইলে মনে রাখিবেন, কেশরঞ্জনই তাহার প্রতিকার করিবে।

(২) আপনি যদি পাঠার্থী বা পরীক্ষার্থী হন, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাকাল সমুপস্থিত হয়, যদি এমন আপনার দিবারাত্র মানসিক পরিশ্রম প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে, নিত্য কেশরঞ্জন মাখিয়া স্নান করিবেন।

(৩) যদি বুঝেন, আপনার কেশমূল শিথিল হইয়াছে, মাথার চুল উঠিয়া যাইতেছে টাক পড়িবার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা হইলে প্রথম হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন ব্যবহার করুন।

(৪) যদি চাকরী উপলক্ষে আপনাকে সন্ধ্যা হিসাবের কাগজে ব্যস্ত থাকিতে হয়, যদি দিন রাত অঙ্ক [illegible] জন্য আপনার মস্তিষ্কে গোলমাল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, মাথা ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য আমাদের কেশরঞ্জন ব্যবহার করুন।

(৫) যদি পূজার সময় প্রিয়তমাকে প্রেমোপঢৌকন দিতে চান, যদি পুত্র-কন্যা ও ভগিনী প্রভৃতিকে সামান্য উপহারে সুখী করিতে চান, তাহা হইলে, তাহাদিগকে এক শিশি কেশরঞ্জন তৈল ক্রয় করিয়া দিন। কেশরঞ্জনের পারিজাত গন্ধে মোহিত হইয়া তাঁহারা আপনাকে ধন্যবাদ দিবেন।

এক শিশির মূল্য	...	১৲ এক টাকা।	মাশুলাদি	...	।৵০ আনা।
তিন শিশির মূল্য	...	২॥০ আড়াই টাকা।	মাশুলাদি	...	॥৵০ আনা।

অনেক ভাবিয়াছেন—আর কেন ?

ভ্রমে পড়িয়া মানুষ কিনা করে ? কিন্তু তা বলিয়া কি দিন রাতই ভাবিতে হইবে ! দিনরাতই রোগ চিন্তায় নিস্তেজ হইতে হইবে ! প্রতিকারের সহজ পথ যখন রহিয়াছে তখন আর ভাবনা কেন ! সত্য বটে উপদংশ অতি লজ্জাস্কর ব্যাধি। ইহা অতিশয় স্পর্শাক্রামক ও ইহার যন্ত্রণাও অবর্ণনীয়। কিন্তু ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থাও অতি অদ্ভুত। আমাদের অমৃতবল্লী-কষায় নামক অব্যর্থ রক্ত-পরিষ্কারক পাচন সেবন করুন। ইহা মুখ্য ও গৌণ উপদংশের একমাত্র প্রতিষেধক—অব্যর্থ মহৌষধ। বিনা লজ্জায়, বিনা সঙ্কোচে, গৃহের নির্জ্জন কক্ষে ঔষধ সেবন করিয়া অতবড় একটা ভীষণ রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবেন—আনন্দের কথা নয় কি ? অপরন্তু ইহা ব্যবহারে পারদ সেবন জনিত সর্ব্ববিধ কষ্ট মানসিক ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য সম্পূর্ণ নিরাময় হয়।

এক শিশির মূল্য	...	১॥০ দেড় টাকা, ডাক-মাশুল ও প্যাকিং ॥৵০ এগার আনা।
একত্রে তিন শিশির মূল্য	...	৩৸০ তিন টাকা বার আনা ;
ডাক মাশুল ও প্যাকিং	...	১৸০ এক টাকা বার আনা।
এক ডজন (১২ শিশি	...	১৫৲ পনর টাকা ; ডাক-মাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র লাগিবে।

গবর্ণমেণ্ট-মেডিক্যাল-ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত,

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

হিলিংবাম

নূতন ও পুরাতন মেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

১ মাত্রায় পরিচয়! এক দিবসে জ্বালাক্ষয়!! এক সপ্তাহে নিরাময়!!!

মেহের জড় "গণোকোকাই" জড় নষ্ট না হইলে রোগ সারে না। হিলিংবাম এ জড় নষ্টের উপাদানে প্রস্তুত, সেই জন্য কেবল মাত্র ইহাই মেহের মহৌষধ। মেহ রোগ আজ কাল শতকরা ৯৫ জনের হয়। কিন্তু এই রোগ-রাক্ষসের সমুচিত ঔষধ "হিলিংবাম"। আর বাজে ঔষধ সেবন করিয়া শক্তি অর্থ ও সামর্থ নষ্ট করিবেন না। আমাদের ঔষধ ২৪ বৎসরের অধিক পুরাতন।

আজ কাল জাল ঔষধের 'জেল' হইয়া থাকে, আমাদের হিলিংবামও এ বিষয়ে ছাড় পায় নাই। জাল হিলিংবাম ছাড়া অনেক "বাম" আজ কাল বাজারে দেখা দিয়াছেন। এই সকল অসার ঔষধ হইতে সাবধান হইবেন।

মেহ রোগ কি, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। প্রধানতঃ মেহের উপসর্গ এইগুলি—প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা, প্রস্রাব সরল না হওয়া, বার বার বেগ হওয়া, কিন্তু প্রস্রাব খোলসা না হওয়া, মূত্রনালী টন্ টন্ করা, রক্ত পুঁজ বুক খড়িগোলার মত বা ঘোলা প্রস্রাব হওয়া, কাপড়ে সাদা সাদা দাগ লাগা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, অরুচি, কাজে মন না লাগা, কোষ্ঠ কাঠিন্য হাত-পা-গা চিটান, গাঁট কন্ কন্ করা, কিছু মনে না থাকা, রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়া, আর উত্তেজনায় এমন কি [illegible] বা কোষ্ঠ আগকালে ধ্বজভঙ্গ, স্বপ্নদোষ, আংশিক পুরুষত্বহীনি ইত্যাদি। হিলিংবাম যে কত শত সহস্র প্রশংসা পত্র পাইয়াছে তাহা গুনিয়া শেষ করা যায় না। ধনী নির্ধন স্ত্রী পুরুষ সকলেই ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য উপকারিতা দেখিয়া প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু এ সকল বাদ দিলেও নিম্নে দেখুন কত বড় বড় ডাক্তার প্রশংসা করিয়াছেন।

কেবল কয়েকজন ডাক্তারের নাম।

(১) কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, (আই, এম, এস,) এম, এ, এম, ডি,—এফ, আর, সি, এস—পি, এস, ডি—এস, এস, সি ; (২) মেজর বি কে, বসু—(আই, এম, এস,) এম, ডি, সি, এম ; (৩) মেজর এল, পি, সিংহ, (আই, এম, এস,) এম, আর, সি, পি এম, আর, সি, এস ; (৪) ডাঃ এস, চক্রবর্ত্তী এম, ডি ; (৫) ডাঃ ইউ, গুপ্ত এম, ডি ; (৬) ই, এস, পুষং এম, ডি ; (৭) আর মনিয়ার এম, বি, সি, এম ; (৮) ডাঃ টি, ইউ, আমেদ এম, বি, সি, এম, এল, এস, এ ; (৯) ডাঃ এ, ফারমী, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস ; (১০) ডাঃ জি, সি, বেজবড়ুয়া; এল, আর, সি, পি, এল, এফ, পি ; (১১) ডাঃ আর, জি, কর, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস ইত্যাদি।

হিলিংবাম সমস্ত ডাক্তারখানায় বিক্রয় হয়।

মূল্য বড় শিশি ২॥০ ; ছোট শিশি ১৸০ ; ভিঃ পিঃতে প্যাকিং ডাক খরচাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১লা মাঘ বুধবার, ১৩২৫ সাল।

মিউনিসিপাল কমিশনার।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর কমিশনার মনোনীত হইয়াছেন :—

সব্ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট (এক্স অফিসিও)
মৌলভী রাইন উদ্দীন আহম্মদ সাহেব।
শ্রীযুক্ত বাবু শচীনন্দন দে।
মৌলভী সৈয়দ আবদুল ফজল।
মুন্সী মহম্মদ ইউনাশ।
মুন্সী মহম্মদ ঈসা খাঁ।

বাড়ালা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়।

মির্জাপুর থানার বাড়ালা গ্রামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্কল্পের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম উক্ত বিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাগণ ইতিমধ্যেই অনেক অগ্রসর হইয়াছেন। একজন গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক নিয়োগ করিয়া ৩য় শ্রেণী পর্য্যন্ত খুলিয়াছেন। মাত্র ৫৷৷০ টাকা খরচায় হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রের জন্য বোর্ডিং খোলা হইয়াছে। স্কুলে এক্ষণে ছাত্রের প্রয়োজন। সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ রায়ের নিকট জ্ঞাতব্য সকল বিষয় জানা যাইবে। ভুতপূর্ব্ব এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রায় হরিপ্রসাদ ঘোষাল বাহাদুর মাসিক ২০৲ হিসাবে সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। জঙ্গিপুরের রাজপুরুষগণেরও এই স্কুলে বিশেষ উৎসাহ আছে। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের অধিবাসীবৃন্দেরও যথাশক্তি অর্থ সাহায্য প্রয়োজন।

জঙ্গিপুরে কলেরা।

জঙ্গিপুরে কলেরার আবির্ভাব হইয়াছে। সহরে ও মফঃস্বলে সাংঘাতিক নিউমোনিয়া রোগের প্রাবল্যের উপর যদি আবার এই কাল ব্যাধি স্বীয় প্রকোপ বিস্তার করেন তাহা হইলে রক্ষা নাই। জঙ্গিপুরে মুসলমান পাড়ায় কয়েকটী মহাপ্রাণী ইতিমধ্যেই এই রোগে আক্রান্ত হইয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছে।

সার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ।

এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ আজ ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। ইনি ভারতবাসীর মধ্যে সর্ব্ব প্রথম এডভোকেট জেনারেলের পদ পাইয়াছিলেন, এইবার তিনি সহকারী ভারতসচিব হইলেন। তাঁহার এই উন্নতি ভারতবাসীর বিশেষতঃ বাঙ্গালীর খুব স্পর্দ্ধার বিষয়।

ম্যুন্সীপাল-প্রসঙ্গ।

—০—

সম্পাদক ভায়া,

তোমার কাগজে জঙ্গিপুর ম্যুন্সীপালিটী লইয়া ত বেশ খোঁচাখুঁচি চলিতেছে, দেখিতে পাইতেছি। তোমাদের একটা বড় দোষ এই যে, কোথাও কাহারও কিছু খুঁটিনাটি পাইলে, গরুর গায়ে এঁটুলীর মত, তোমরা তারই পিছনে আড়েহাতে লাগিয়া যাও। মফঃস্বলের কাগজওয়ালা তোমরা, তোমাদের পুঁটির প্রাণ,—তোমাদের অতটা দুঃসাহস ভাল দেখায় না। আর এই ম্যুন্সীপালিটীর ব্যাপারে—আমি দেখিতেছি—তোমার চোখে ত "চালশে" ধরিয়াছেই অধিকন্তু তোমার বুদ্ধির গোড়াতেও চশমার দরকার।

* * *

দেখ, সত্য কথায় রাগ করিয়ো না;—তুমি একটু বর্ত্তমান সভ্যতা শিক্ষা কর। ম্যুন্সীপালিটীর চেয়ারম্যান বাহাদুর তোমাকে ইংরাজীতে পত্র দিলেন, তুমি কি না অসভ্যের মত উত্তর দিলে আটপৌরে বাঙ্গালা ভাষায়! ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিরা ইংরাজী ভাষায় পত্র দিয়া যদি ইংরাজী ভাষায় প্রত্যুত্তর না পান, তাহা হইলে তাঁহারা ইহাকে বড়ই অসভ্যতা মনে করেন। তুমি যদি তদ্রূপ ইংরাজী-শিক্ষিত না হও, তাহা হইলে তোমাদের সহরে ত ইংরাজী-জানা লোকের অভাব নাই, কাহারও দ্বারা পত্রখান লিখাইয়া লইতেও ত পারিতে? নাম-স্বাক্ষরটি না হয় বকলমেই চলিত।

* * *

চেয়ারম্যান বাহাদুর চিঠিখানায় প্রথমে We রূপে পাদক্ষেপ করিয়া পরিশেষে Iএ পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন। ইহাতে পণ্ডিত তুমি অমনি ব্যাকরণের পাতা উল্টাইতে বসিয়াছ। We যে শেষ পর্য্যন্ত Iএ গিয়া ঠেকিয়াছে, ইহাতে বেশ একটা সঙ্গত কারণ আছে। দেখ, We কথাটা বাঙ্গালীর ধাতে সয় না। অনেক দিন আগে একজন খাতনামা নাট্য-সাহিত্যিকের নাটক পড়িয়াছিলাম "অন্য জাতির দশে কার্য্য, বাঙ্গালীর দশে কার্য্য হানি।" বাঙ্গালা ভাষায় "উই" দেখিয়াছ ত? আমরা পাড়াগেঁয়ে গরীব মানুষ, আমাদিগকে এই উইয়ের অত্যাচার খুব সহ্য করিতে হয়। উইয়ের অত্যাচারে ঘর-সংসার-ফসল সবই নষ্ট হইয়া যায়। কেবল ঘরে থাকে বৃষ্টিতে ভিজা দেওয়াল-প্রাচীর, আর মাঠে থাকে দেহের উপর আবের মত এক একটী উইয়ের ঢিপি। এহেন Weকে Iএ পরিবর্ত্তিত করিয়া চেয়ারম্যান বাহাদুর যথেষ্ট বুদ্ধি খরচ করিয়াছেন। তুমি ইহার কি বুঝিবে?

* * *

বিজয়োৎসবের রাত্রিতে ম্যুন্সীপাল অফিসে আলো যে দেওয়া হয় নাই, ইহা চেয়ারম্যান বাহাদুর কিঞ্চিৎ স্বীকার করিয়া সত্যবাদিতারই পরিচয় দিয়াছেন। তাহাতে তুমি লিখিতেছ, উহা তিনি "অম্লানবদনে" স্বীকার করিয়াছেন। তুমি কি শেষ পর্য্যন্ত ভাষা-জ্ঞানও হারাইলে? নিজেই ভাবিয়া দেখ দেখি—"অম্লান" শব্দটি কি ঠিক প্রযুক্ত হইয়াছে? ম্যুন্সীপাল অফিসে আলো না দেওয়ার জন্য ত তিনি তোমাকে ও তোমার মত চাঁদা আদায়কারীগণকে দায়ী করিয়াছেন। তাহার কারণও তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। ম্যুন্সীপাল অফিস যে তোমারই বাড়ী। তোমার বাড়ীতে যদি তুমি আলো না দাও, তাহার জন্য দায়ী হইবে কে? অমাবস্যাতে নক্ষত্রগুলিই পৃথিবীতে একটু একটু আলো সরবরাহ করে, চাঁদের আদৌ সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না;—পৃথিবীটা যে আঁধারেই পড়িয়া থাকে, তাহার জন্য দায়ী কে?—দায়ী ঐ নক্ষত্রগুলি। তাহারা যদি মর্ত্ত্যের রোসনাইএর জন্য খাটিলই, তবে যাহাতে সমস্ত আঁধার ঘুচিয়া যায়, এরূপ ভাবে খাটিল না কেন? চাঁদকে এরূপ ব্যাপারে জড়ানোই ভুল।

* * *

তুমি ভায়া, বড় গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করিতে পার। যুক্তিযুক্ত কারণ দেখাইয়া চেয়ারম্যান বাহাদুর তোমাকে No eyes শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। তুমি আবার পঞ্চানন বাবু, ডাক্তার বাবু, পোষ্টমাষ্টার বাবু, সিগ্নেলার বাবু প্রভৃতিকে তোমার দলভুক্ত করিতে চাও। তাঁহারা হয় ত এমন সময় রাস্তায় গিয়াছিলেন যখন আলো দিবার প্রয়োজন হয় নাই, হয় ত এমন স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন যে স্থানটী আলো দিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ভায়া, আমি দূর হইতে অনুমানে বেশ বুঝিতেছি—আলো দেওয়া হইয়াছিল ঠিকই। কোন্ পথিক কখন আমাকে দেখিতে আসিবে এই ভরসায় আলো ত সকল সময় রাস্তার ধারে বসিয়া থাকিবে না? মানুষের যেমন প্রাণ আছে, প্রাণ-ধারণের জন্য খাদ্য আছে-শ্রান্তি-অপনোদনের জন্য নিদ্রা আছে, আলোরও ঠিক তেমনই সকল অবস্থা আছে। এ সব বড় বড় কথা তুমি বুঝিবে না। একটু একটু বিজ্ঞান চর্চ্চা করিয়ো, তাহা হইলেই সকল গোল চুকিয়া যাইবে,—আর কেহ no-eyes শ্রেণীভুক্ত করিতে পারিবে না।

* * *

"পাবলিক মনি"র অসদ্ব্যবহার সম্বন্ধে তুমি "Reserved well by order T. P. Dnar, Chairman, 1915." এর উল্লেখ করিয়াছ। প্রত্যেক ইন্দারায় এইরূপ অক্ষর খোদায়ে কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় হইয়াছে বটে। কিন্তু যাহা লেখা হইয়াছে, তাহা ত সত্য কথা। (একবার নাকি "Reserved well কথাটাই ভুল" তোমরা বলিয়াছিলে!) সত্যের জন্য "পবলিক মনি" খরচ হইলে উহা কি অপব্যয় করা হয়? বরং উহা সদ্ব্যয়। ইহাতেও আবার লিখিয়াছ—"অডিটরের ধরাধরিতে পরে কি একটা ব্যবস্থা করা হয়।" তাই বলিয়া হয়ত তুমি ভাবিতেছ, তোমারও ধরাধরিতে কোন রকম ব্যবস্থা হইবে। তোমার ভুল ধারণা যে, "এডিটর" ও "অডিটর" একই বস্তু। ভায়া, তাহা নয়। পূর্ণ বাবুর কথাটা উত্থাপন না করাই উচিত ছিল।

* * *

এইবার তোমাকে একটি অমূল্য উপদেশ দিয়া বিদায় লইব। যদি কখনও ম্যুন্সীপালিটী সম্বন্ধে কোন আলোচনা কর তাহা হইলে আলো সংক্রান্ত ব্যাপারে আলো-ম্যানকে, পায়খানা-পরিষ্কার বা ঝাঁট-দেওয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে পায়খানা-ম্যান ঝাড়ু-ম্যানকে আক্রমণ করিয়ো,—তাহাদিগের জন্য চেয়ার-ম্যানকে আক্রমণ করিবে কেন? চেয়ার-ম্যানের সম্বন্ধ ত চেয়ারের সঙ্গে। যে যে স্থানের ত্রুটি হইবে সেই সেই স্থানের ম্যানকে তজ্জন্য দায়ী করাটাই সুসঙ্গত। ইতি

শ্রীঅকাল বুদ্ধ।

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য।

(সত্য সমাচার হইতে।)

—০—

বাঙ্গালী এত ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও অবসন্ন কেন?

লাটের বক্তৃতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

লাট বাহাদুরের চিঠি।

এই পীড়ার ফল সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকিতে পারে। ইহা এতদূর বিস্তৃত হইয়াছে, এবং ধরা না পড়াতে এতদিন চলিয়া-আসিয়াছে যে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই যে, ডাক্তারদিগের মধ্যেও ইহার কুফল তত গুরুতর বলিয়া মনে না করিবার একটা প্রবৃত্তি রহিয়াছে। কিন্তু আরও মনোযোগ দিয়া আলোচনা করিলে, অনভিজ্ঞতা-জনিত উপেক্ষার ও অবহেলার ভাব দূর হইবে এ কথা বলিলে কর্ণেল লেনের প্রতি অবিচার করা হইবে না যে, তিনি সম্প্রতি যে অনুসন্ধান করিয়াছেন তাহাতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহারও এই মত ছিল। তাহা হইলে, দার্জ্জিলিংয়ে তাঁহার কার্য্যের ফলেই যে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসের ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে প্রকাশিত একটী প্রবন্ধে তিনি দার্জ্জিলিং জেলার চা-বাগানের ম্যানেজারদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত অনেক-

গুলি পত্র হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। এই পীড়ার চিকিৎসা হওয়ার ফলে ঐ সকল বাগানে নিযুক্ত কুলি-দিগের কার্য্য করিবার শক্তি যে অত্যন্ত বাড়িয়াছে, ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ ঐ সকল পত্রে আছে। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিলে আমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। একজন ম্যানেজার লিখিতেছেন :—আপনি যেরূপ দক্ষতার সহিত হুক-পোকার চিকিৎসা করিয়াছেন, তাহাতে এই বাগানের কুলিদিগের স্বাস্থ্য ও সাধারণ সাচ্ছন্দ্য প্রায় অসম্ভব পরিমাণে বাড়িয়াছে। পূর্ব্বে বর্ষাকালে প্রত্যহ ১৫০ হইতে ২০০ কুলি নানাপ্রকার পীড়ার জন্য কাজে আসিতে পারিত না। এ বৎসর আমি ঠিক বলিতে পারি যে ৬০ জনের বেশী কুলি কামাই করে নাই; অনেক সময়ে এই সংখ্যা আরও কম হইয়াছিল।" কর্ণেল নেল ভাবিয়া চিন্তিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এই :— "হুক-পোকার আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করা বাস্তবিকই সম্ভব। * * এবং ইহা করা হইলে যে ভারত আমরা এক্ষণে দেখিতেছি তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন এক ভারতের সৃষ্টি হইবে; সে ভারত স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থায়, স্বাস্থ্যে, তেজে ও ধনে ভিন্ন রকমের হইবে।" পরিশেষে তিনি এই নূতন ভারতের সৃষ্টির উপায় সম্বন্ধে বলিয়া-ছেন যে, জ্ঞানই এই উপায়। * * চিকিৎসক ও সাধারণ লোকদের মধ্যে জ্ঞান;— প্রথমতঃ পীড়া হইয়াছে এই জ্ঞান; তারপর সেই পীড়া কি প্রকার, কিরূপে তাহা দূর হইবে ও কিরূপে তাহার পুনরায় আক্রমণ নিবারণ করা যাইতে পারে সে বিষয়ে জ্ঞান।"

অতএব আমার আপনাকে পত্র লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, বাঙ্গালা দেশের পক্ষে যে জ্ঞানলাভ করা এত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, সেই জ্ঞান কোন্ প্রকৃষ্ট উপায়ে সাধারণের মধ্যে প্রচার করা যাইতে পারে সেই বিষয়ে আমি স্যানিটারী বোর্ডের পরামর্শ চাই। আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞান হইতে এই পীড়া সম্বন্ধে দুইটী বিষয় স্পষ্ট দেখা যায় বলিয়া আমার মনে হয়; প্রথম ইহা অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, এবং দ্বিতীয় ইহা সহজে সারিয়া যায়। কিন্তু কোনও লোকের শরীর হইতে এই পোকা সহজে তাড়াইয়া দিতে পারা গেলেও, তাহার পুনরায় আক্রমণ নিবারণ করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে সাধারণের স্বভাব আমূল পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেই পুনরায় আক্রমণ নিবারণ করা সম্ভব হইতে পারে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, এই পোকা একেবারে নির্ম্মূল করিবার চেষ্টার সময় এখন আসে নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে হুক-পোকার ধ্বংসের জন্য যুদ্ধ করা কার্য্যকর না হইলেও আমার মনে হয় যে যুদ্ধ বেশ আরম্ভ করা যাইতে পারে।

যে সকল ভিন্ন ভিন্ন দিকে এই কার্য্যে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব তাহা আপনা হইতে বুঝা যায়। এই বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত একদল লোককে পর পর এই প্রেসিডেন্সীর সকল মিউনিসিপালিটী দেখিবার জন্য পাঠান যাইতে পারে; ইঁহারা অবস্থা বুঝাইয়া দিবেন, মিউনি সিপাল বোর্ডের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন, মিউনিসিপালিটীর ডিস্পেন্সারীর লোকদের শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধান আরম্ভ করিবার বন্দোবস্ত করিবেন, এবং পীড়া বিদ্য-মান আছে ইহা প্রমাণ করিয়া ও উহার চিকিৎসা ও নিবারণের জন্য কিরূপ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক তাহা বুঝাইয়া দিয়া আর একস্থানে গিয়া আবার এই শিক্ষার ধারা চালাইবেন। অথবা অধিক পরিমাণে পরীক্ষা চালাইবার জন্য এক একটা জেলার ন্যায় কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে। অথবা ডুয়ার্সের চা-বাগান, বা হাবড়া ও হুগলীর কলগুলির ন্যায় যে সকল স্থানে বিস্তর কুলি খাটান হয়, সেই সকল স্থানের কুলি মজুরদের মধ্যে নিয়মিতভাবে কার্য্য করা যাইতে পারে। আসানসোলের খনি অঞ্চলে ইতিমধ্যেই ডাঃ টুম্ এই রকমের কাজে হাত দিয়াছেন, এবং সম্ভবতঃ এই দিকেই এই কার্য্যে অগ্রসর হওয়ার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আশা করা যাইতে পারে।

কিন্তু এই সকল প্রস্তাবে স্পষ্ট করিয়া কোন কথা বলা হইতেছে না; এগুলির উদ্দেশ্য এই যে, আপনারা এ বিষয়ে বিবেচন ও যে সমস্যা সম্বন্ধে আপনাদের পরামর্শ চাহি তেছি তাহা কি প্রকারের তাহা দেখা যাইবে।

আমি অবশ্যই অবগত আছি যে, স্যানি-টারি বোর্ড প্রধানতঃ এরূপ বৃহৎ ব্যাপারের আলোচনা করিবার ও তৎসম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য স্থাপিত হয় নাই; আমি এক্ষণে আপনাদিগকে যে বিশেষ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে বলিতেছি, তাহার জন্য আপনারা অতিরিক্ত কয়েকজন সভ্য নির্ব্বাচন করিলে তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। এ বিষয়ে লেপটেনেন্ট কর্ণেল লেনের এবং সম্ভবতঃ চা-বাগানের ও অন্যান্য স্থানের কুলিদের সম্বন্ধে যাঁহাদের জানাশুনা আছে এমন ডাক্তারদের বিশেষ জ্ঞানের সাহায্য চাহি-বার কি সুবিধা তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। দেশীও ডাক্তারদের মধ্যেও তত্ত্বানু-সন্ধানে অনুরাগী এমন অনেকে থাকিতে পারেন যাঁহারা সাহায্য করিতে সমর্থ। কিন্তু এ স্থলেও আপনারা বিবেচনা করিবেন, এ জন্যই এ প্রস্তাব করিতেছি।

ক্রমশঃ।

শীতের প্রাবল্য।

গত সপ্তাহে একটু মেঘের সঞ্চার হওয়ায় শীত একেবারে কমিয়া গিয়াছিল। আজ দুই দিন হইতে খুব শীত পড়িয়াছে। এই বস্ত্রের দুর্ম্মূল্যতার সময় কাঙ্গালের জানু, ভানু, কৃশানু ভিন্ন শীত নিবারণের উপায় আর নাই।

গুণেঅদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়।

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থান-চ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।

৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২৷৷৵০

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নবিকারাদি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৷৵০

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাতে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১৷৵

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৷৵০

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

২৯ নং কলটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্র শক্তির ন্যায় কার্য্য করে মূল্য প্রতি শিশি ৷৷৵০ আনা।

ডাঃ নন্দলাল পাল,

রঘুনাথগঞ্জ।

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যং পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্ ॥ ১ ;
চরক সংহিতা।

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন সর্ব্ব কর্ত্তব্য
শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

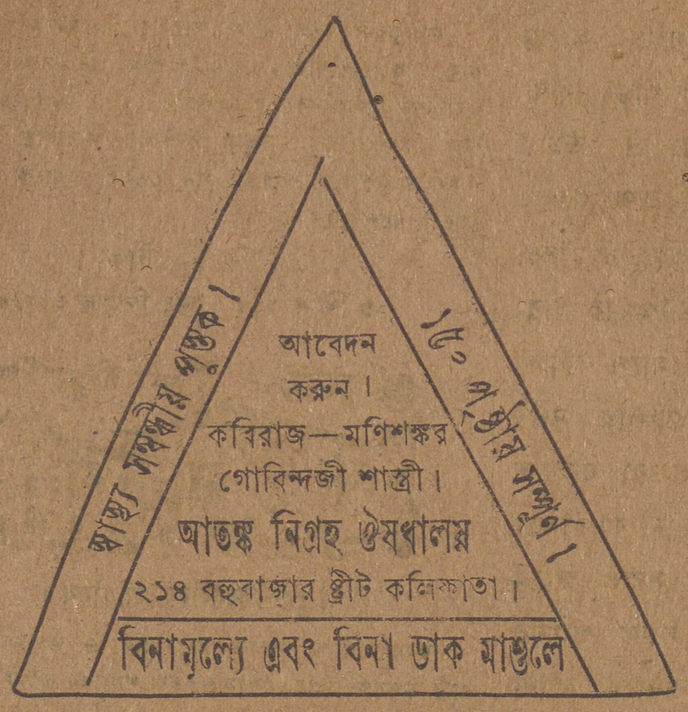

১—দীর্ঘায়ু
২—স্বাস্থ্য
৩—শক্তি

এই তিনটী জিনিস
লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভূষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

অতি সস্তায়

কুহকে মজিয়া স্বাস্থ্য ও অর্থ নষ্ট করিবার পূর্ব্বে আমাদের বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ব্যবহার করুন। শ্বাস কাসের মহৌষধ চ্যবনপ্রাশ ⁄১ সের ৬৲ সাধারণ মকরধ্বজ ১ ভরি ৮৲ হিন্দুলোত্থ পারদযোগে প্রস্তুত মকরধ্বজ ১ ভরি ১৬৲ ধাতুদৌর্ব্বল্য অগ্নিমান্দ্য ও সূতিকায় "জীবনীয় রসায়ন" ইহা অন্নমেধা ছাত্র, প্রসূতি ও দুর্ব্বলের একমাত্র সহায়। মূল্য ২০ মাত্রা ১ শিশি ১৲ হাঁপানীর "বাসারিষ্ট ও কনকাসব" ১ মাত্রা সেবনেই হাঁপ কষ্ট কমিবে। মূল্য ১ শিশি ৸০ ও ॥০ আনা। প্রদরের অশোকারিষ্ট, ক্ষয় ও কাসের দ্রাক্ষারিষ্ট, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, উপদংশ ও সকলপ্রকার রক্ত দুষ্টির অনন্তারিষ্ট ১ বোতল ১॥০ প্রমেহের চন্দনারিষ্ট ও চন্দনাদি চূর্ণ ১ দিনেই জ্বালা যন্ত্রণা ও পূয নির্গমন কমিবে। একত্রে ১৪ দিন সেবনোপযোগী ২৲ অগ্নিমান্দ্যে ভাস্কর লবণ ⁄০ ছটাক ॥৵০ অগ্নিমান্দ্যে গঙ্গাধরী পাচক ১ কৌটা ১৫ বটী ।০ ইহা অগ্নিবর্দ্ধক অরুচি নাশক। কোষ্ঠ বদ্ধে গঙ্গাধরী রেচক বা দ্রাক্ষাদি ১ কৌটা ৯ বটী ।⁄০ ইহাতে আমবাত, কোমরের ব্যথা, পুরাতন জ্বর, গুল্ম ও শূল প্রভৃতি আরোগ্য হয়। রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে সেবনে সকালে কোষ্ঠ শুদ্ধ হয়। দন্ত মজ্জন ১ কৌটা ⁄০। দাদের মলম ১ কৌটা ।০ আনা। অন্যান্য ঔষধ ও জারিত ধাতু দ্রব্য সুবিধা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। পাইকার ও ছাত্রদিগকে সুবিধায় দেওয়া হয়।

সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন মহাশয়ের ভাগিনেয় ও ছাত্র আয়ুর্ব্বেদীয় পরীক্ষায় সুর্ব্বোচ্চ পদকপ্রাপ্ত
কবিরাজ শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত কবিরঞ্জন, গয়া।

সুরমা ও সুকেশ।

সুকেশ না হইলে রমণী সুরমা হইতে পারে না। বস্তুতঃ কেশই কামিনী গণের প্রধান সৌন্দর্য্য। নিখুঁৎ সুন্দরীকেও কেশের অভাবে বড় কদর্য্য দেখায়। অতএব কেশের শ্রীবৃদ্ধি জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। উপায় থাকিতে তাহাতে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? শুনেন নাই কি?—আমাদের "সুরমা" তৈল কেশের সৌন্দর্য্য বাড়াইতে অদ্বিতীয়। "সুরমা" ব্যবহারে অতিশীঘ্র কেশ ঘন দীর্ঘ কাল ও কুঞ্চিত হয়। ইহা পরীক্ষিত সত্য। সন্দেহ করিবেন না, শুধু ইহাই নহে,—"সুরমা" মাথা ঠাণ্ডা রাখে, মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথাজ্বালা, অনিদ্রা প্রভৃতি যন্ত্রণারও সত্বর উপশম করে। কোন ঔষধে যে টাক ভাল করিতে পারেন নাই, একবার সুরমা ব্যবহার না করিয়া, তাহাতেও হতাশ হইবেন না। বিশ্বাস রাখিবেন—সুরমার সদ্‌গন্ধ—জগতে অতুলনীয়। বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র, মাশুলাদি ।⁄০ সাত আনা। একত্র বড় তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা, মাশুলাদি ৵০ তের আনা। ✓ দুই আনার টিকিট পাঠাইয়া নমুনা লউন।

জ্বরাশনি।

"জ্বরাশনি" জ্বরের অমোঘ বজ্রস্বরূপ। নূতন, পুরাতন, জীর্ণ বিষম, যেমনই জ্বর হউক, তিন, চারি দিন মাত্র জ্বরাশনি সেবন করিলেই তাহা নিশ্চয় বন্ধ হইয়া যায়। অথচ কুইনাইন আটকান জ্বরের মত সে জ্বর বারংবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আক্রমণ করে না। "কুইনাইন ব্যতীত ম্যালেরিয়ার ঔষধ নাই" যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগকে একবার এই জ্বরাশনি সেবন করিতে অনুরোধ করিতেছি। কম্পজ্বর, পালাজ্বর, পাক্ষিক জ্বর, যকৃৎপ্লীহাদি উপদ্রব সংযুক্ত জ্বর প্রভৃতি ম্যালেরিয়ার যে কোন অবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিয়া দেখুন—ইহা কেমন সহজে ও স্বল্প দিনে দেহ রোগমুক্ত করিয়া, সুস্থ সবল করিয়া দিবে। পেটেন্ট ঔষধ খাইয়া খাইয়া যাঁহারা তিক্ত-বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও একবার এই ঔষধ না খাইয়া হতাশ হইবেন না। ইহার একশিশি মূল্য ১৲ টাকা মাত্র; মাশুলাদি ।⁄০ সাত আনা।

প্রমেহরোগের জ্বালা যন্ত্রণা

সবই দূরে যাইবে। স্রাব, স্ফীত, প্রদাহ, মূত্রত্যাগকালে বিজাতীয় বাতনা প্রভৃতি সবই প্রশমিত হইবে, আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাদের "গণোকিল" ব্যবহার করুন। অসংখ্য রোগী ইহার সহায়তায় গোপনে রোগমুক্ত হইয়া আমাদের ধন্যবাদ দিয়াছেন। কেন আপনি বৃথা রোগকষ্ট ভোগ করেন? রোগের অবস্থা লিখিয়া আমাদিগকে জানাইবেন। অর্ডার পাইলেই আমরা "গণোকিল" পাঠাইয়া দিব। এক শিশির মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাশুলাদি ⁄০ সাত আনা।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানীর
স্বদেশ গৌরব এসেন্স।

চামেলী।—চামেলীর সৌরভ বড় স্নিগ্ধ—বড় মধুর।

সাবিত্রী।—সাবিত্রী, সাবিত্রী-চরিত্রের মতই পরম পবিত্র ও স্পৃহনীয় পদার্থ।

মল্লিকা।—বেলা-যুথিকাদির সহিত মল্লিকা চিরদিনই একাসন অধিকার করে

চম্পক।—চাঁপার তীব্রতা কেমন উজ্জ্বল-মধুরে পরিণত হইয়াছে, তাহা দেখিবার জিনিষ!

বেলা।—অবসন্ন গ্রীষ্মবেলায় 'বেলার' গন্ধ যেন স্বর্গসুখ আনিয়া দেয়।

যুথিকা।—আমাদের ঘরের যুথিকাই বিলাতী সাজে 'জেস্‌মিন্' হইয়া উঠিয়াছে।

কামিনী।—যামিনীর জ্যোৎস্না কামিনীর সৌরভে মধুরতর হইয়া উঠে।

মস্ক্‌জেসমিন।—মিশ্রিত নামই ইহার মিলনের মধুরতা প্রকাশ করিতেছে।

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় এক শিশি ১৲ এক টাকা। মাঝারি ৸০ চারি আনা। ছোট ॥০ আট আনা। মাশুলাদি ।⁄০ পাঁচ আনা।

মিল্‌ক্ অব্ রোজ।—ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ।⁄০ পাঁচ আনা।

বাবতায় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।
রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ষ্ট্যাম্প-টিকিট পাঠাইবেন

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী,
ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

আমাদের নিকট চাঁদী, সোনা গিনি উচিত মূল্যে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
শ্রীশচীনন্দন দে
জঙ্গিপুর সাহেব বাজার (মুর্শিদাবাদ